Islami Ain O Bichar
Vol. 15, Issue: 60
October-December, 2019

পারিবারিক অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী দিকনির্দেশনা : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

Directives of Islam in Preventing Domestic Violence Perspective of Bangladesh

Quazi Farjana Afrin*

ABSTRACT

Bangladesh is a developing Muslim state ridden with manifold problems namely poverty, illiteracy, unemployment, over population and so on. In many cases these problems are liable to cause different types of offences. Not surpisingly enough, among the offences domestic violence ranks the first position. Domestic violence is the root cause of social offences. Different reasons contribute to cause domestic violence in Bangladesh. This article has attempted to identify those causes and to prescribe the ways to uproot those in the light of Islam. In enumerating the underlying reasons of domestic violence the author has employed descriptive method. On the other hand, the author has explored the tools of deductive method to portray the pragmatic directives of Islam to prevent such violence. This research has argued that proper compliance with the canons of Islamic Shariah is potent enough to prevent different types of domestic violence through the fortification of lifestyle, family ties, social cohesion, legal and moral regime.

Keywords: family system; domestic violence; violation of human rights; Islamic lifestyle; directives of Islam.

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল মুসলিম রাষ্ট্র। দেশটি দরিদ্রতা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, অধিক জনসংখ্যা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যাসঙ্কুল। অনেক ক্ষেত্রে এসব সমস্যা বিভিন্ন অপরাধের জন্ম দিচ্ছে যার সর্বাগ্রে রয়েছে পারিবারিক অপরাধ। পারিবারিক অপরাধ হল সামাজিক অপরাধ সংঘটনের মূল কেন্দ্রস্থল এবং সূত্রস্থল। বিভিন্ন কারণে এদেশে পারিবারিক অপরাধ সঙ্ঘটিত হয়। এ প্রবন্ধে সেসব কারণ চিহ্নিত করে ইসলামের দৃষ্টিতে তা নির্মূলের পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটি রচনার

* Quazi Farjana Afrin, Lecturer, Department of Islamic Studies, University of Dhaka. email: quazi.farjana.afrin@gmail.com

ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিবারের অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রীতিকর, অমার্জনীয়, অনভিপ্রেত বিভিন্ন অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করে তা বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং অবরোহ পদ্ধতির অনুসরণ করে সেসব অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামের প্রায়োগিক দিক-নির্দেশনাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। গবেষণান্তে প্রকাশিত হয়েছে, মুসলিম সংস্কৃতির আলোকে চললে এ দেশের মানুষের জীবনব্যবস্থা, সামাজিক সম্প্রীতি ও বন্ধন আরও সুন্দর এবং মজবুত হওয়া উচিত। কিন্তু ইসলামী অনুশাসনের সঠিক চর্চার অভাবে আমাদের প্রিয় দেশে বারংবার তা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণই মুসলিম, যারা কোন ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করে না। কারণ, প্রত্যেক মুসলিমের শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে ইসলাম যে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদর্শন করেছে, তা অত্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিকল্পিত উপায়ে এসব পারিবারিক অপরাধ প্রতিরোধে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম।

মূলশব্দ: পরিবারব্যবস্থা, পারিবারিক অপরাধ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, ইসলামী জীবনধারা, ইসলামী দিক-নির্দেশনা।

ভূমিকা

সবধরনের সমাজই পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের এ বিষয়গুলো একটি সমাজের জন্য কতটা ইতিবাচক বা নেতিবাচক মূলত তার উপরই নির্ভর করে পরিবর্তনশীল সমাজের ভবিষ্যৎ। তন্মধ্যে নেতিবাচক পরিবর্তনের প্রভাবের ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের পারিবারিক বন্ধন, যা ক্রমেই ক্ষয়িষ্ণু হয়ে যাচ্ছে। আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক অনুশাসন থেকে মূল্যবোধ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে পরস্পরের প্রতি আস্থা এবং ভালবাসা দিন দিন কমে যাওয়ার ফলে পরিবারের সদস্যগণ অনাকাঙ্ক্ষিত বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। শুরু হয় নানান রকম পারিবারিক টানাপোড়েন। বাংলাদেশের মতো একটি ছোট্ট উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে, যেখানে পারিবারিক বন্ধন অন্যান্য প্রগতিশীল রাষ্ট্র অপেক্ষা মজবুত, সেখানেও সংঘটিত হচ্ছে পারিবারিক নির্যাতন। আবার বিভিন্ন কারণে সেই পারিবারিক নির্যাতন রূপ নিচ্ছে পারিবারিক অপরাধে। যা দিন দিন বেড়েই চলছে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন পদক্ষেপ সফল হচ্ছে না। আবার পরিবারের অনেক অভ্যন্তরীণ সমস্যা রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী অবধি পৌঁছায়ই না। অথচ একটি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ যেই পরিবার সেই পরিবারের প্রতিটি মানুষের জন্য শান্তিপূর্ণ জীবন বিধানের পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে ইসলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ আমরা মুসলিম হয়েও ইসলামী অনুশাসন না মেনে ভ্রান্তির বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ছি। আমাদের মুক্তির পথ একমাত্র ইসলামই দেখাতে পারে। তাই এহেন পারিবারিক অপরাধ প্রতিরোধের জন্য ইসলামী দিকনির্দেশনাই সঠিক পথ প্রদর্শন করতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত পারিবারিক অপরাধের কারণ অনুসন্ধান করে এর প্রতিরোধে ইসলামী দিকনির্দেশনার গুরুত্ব উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিষয়ভিত্তিক পরিচিতি

Encyclopaedia Britanica-তে পরিবার সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> Family, a group of persons united by the ties of marriage, blood or adoption, constituting a single household and interacting with each other in their respective social positions, usually those of spouses, parents, children, and siblings.
>
> পরিবার বিবাহ, রক্ত বা দত্তক গ্রহণের বন্ধনে একত্র ব্যক্তিদের একটি দল, একটি একক পরিবার গঠন করে এবং সাধারণত পত্নী, বাবা-মা, সন্তান এবং ভাইবোনদের নিজ নিজ সামাজিক অবস্থানগুলোতে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে (Encyclopaedia Britanica, 1999)।

'আল-ফিকহুল মানহাজী' গ্রন্থে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবার বলতে বোঝায়, বাবা-মা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, ছেলে-মেয়েও নাতি-নাতনিদের সমন্বয়ে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে (Islam 2018, 7)।

অপরাধের ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Crime, Offence, Fault, Defect, Sin, Guilt (Ali 2014, 27) ইত্যাদি হলেও 'Delinquency' শব্দটি পরিভাষায় অধিক ব্যবহৃত হয়। শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Delinquer' থেকে উদ্ভূত। যার অর্থ বাদ দেয়া, বর্জন করা, উপেক্ষা করা ইত্যাদি। রোমানরা কোন ব্যক্তির উপর আরোপিত কর্ম অথবা কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা বোঝাতে 'Delinquency' শব্দটি ব্যবহার করতো। ১৪৮৪ সালে উইলিয়াম কংসন সর্বপ্রথম 'Delinquent' পরিভাষাটিকে ব্যবহার করেছিলেন। এছাড়াও ১৬০৫ সালে ইংরেজ কবি শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটক 'Macbeth' এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় (Pranjape 2005, 486)।

আরবীতে অপরাধ বোঝাতে যান্‌ব (ذنب), জারীমাহ (جَرِيمَة), জিনায়াহ (جنَاية), খাতীয়াহ (خَطِيئة), ইছ্‌ম (إِثْم) ইত্যাদি শব্দ ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত হয় (Mesbah 1990, 40)। আল-জারীমাহ শব্দটি একবচন, বহুবচনে আল-জারাইম الجرائم, যা আল-জুরম (الجرم) থেকে উদ্ভূত। আল-জুরমু (الجرم) শব্দটির জীম অক্ষরে পেশ যোগে অর্থ পাপ (الذنب), সীমালঙ্ঘন (التعدى) ইত্যাদি (Fāris 1998, 210)।

পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ বা কোন সমাজে প্রচলিত লিখিত আইন বা প্রথাকে অমান্য বা লঙ্ঘন করাকে অপরাধ বলা হয়। সাধারণ অর্থে আইনত দণ্ডনীয় বা নিষিদ্ধ কাজই অপরাধ। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মবিরোধী কোন কথা বা কাজই হলো অপরাধ। সমাজবিজ্ঞানের ভাষায় অপরাধ হল সমাজ স্বীকৃত পথ ব্যতীত অন্য পথে চলা। আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে বেআইনী কাজ করাই অপরাধ। অর্থাৎ সরকার বা আইনসভা কর্তৃক অনুমোদিত নয়, এমন কাজ করা অপরাধ (Chowdhury 2009, 75)।

In ordinary language, a crime is an unlawful act punishable by a state or other authority (Wikipedia, 2019). (সাধারণ ভাষায়, অপরাধ একটি বেআইনী কাজ, যা একটি রাষ্ট্র বা অন্য কর্তৃপক্ষের দ্বারা দণ্ডনীয়।)

বিখ্যাত আইনবিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবুল হাসান-মাওয়ারদী অপরাধের সংজ্ঞায় বলেছেন,

> الجرائم محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير.
>
> অপরাধ হল শরয়ী দৃষ্টিতে বর্জনীয় ঐ সকল কর্মকাণ্ড যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা হদ্দ বা তাযীর দ্বারা হুমকি প্রদান করেছেন (Al-Māwardī 1973, 182)।

আসলে Crime বা অপরাধের সুস্পষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। সাধারণ অর্থে Crime বলতে দণ্ডনীয় অপরাধকে বোঝায়, যা একটি আপেক্ষিক শব্দ (Banglapedia, 2014)। বিভিন্ন অপরাধবিজ্ঞানীদের প্রদত্ত সংজ্ঞা হতে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, অপরাধ বলতে এমন ক্ষতিকর কার্য সংঘটন বোঝায়, যা শুধু ব্যক্তিবিশেষের জন্যই ক্ষতিকর নয় বরং সমগ্র সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষেও তা মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

অপরাধের ধরন

রাষ্ট্রীয় অপরাধসমূহ বিশ্লেষণ করে অপরাধ বিজ্ঞানীগণ (Encyclopaedia Britanica, 1990) এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ (Sociology Dictionary, 1999) সাধারণত অপরাধকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবদ্ধ করে থাকেন। তাদের আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এবং ভৌগোলিক দিক বিবেচনা করে অপরাধকে নিম্নবর্ণিত শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি:

ক. পারিবারিক অপরাধ

১. হত্যাকাণ্ড বা হত্যাচেষ্টা
২. শারীরিক নির্যাতন
৩. মানসিক নির্যাতন
৪. আত্মহত্যার প্ররোচনা
৫. নারী, শিশু, গৃহকর্মী নির্যাতন
৬. পিতামাতার প্রতি দায়িত্বে অবহেলা
৭. টিজিং
৮. সম্পত্তি বণ্টনে জটিলতা।

ইত্যাদি ছাড়াও বহুবিধ অপরাধ পারিবারিক জীবনে সংঘটিত হয়। যেগুলো দণ্ডবিধিতে বা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত হয়নি। তাই এ ধরনের অপরাধ অনেক ক্ষেত্রেই মামলাযোগ্য বা আদালতে বিচারযোগ্য হয় না (Wikipedia, 2019)।

খ. সামাজিক অপরাধ

১. লঘু অপরাধ: যাতে জরিমানা কিংবা অনধিক এক বছরের জন্যে কারাগারে প্রেরণ করা হয়ে থাকে।
২. গুরুতর অপরাধ: সাধারণত, এক বছরের থেকে শুরু করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, এমনকি প্রাণদণ্ডও প্রদান করা হয় (Wikipedia, 2018)।

গ. নৈতিক অপরাধ

মিথ্যা, পরনিন্দা, বিদ্বেষ, চোগলখুরি, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, প্রতারণা, মুনাফেকি ইত্যাদি।

ঘ. অর্থনৈতিক অপরাধ

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুণ্ঠন, পণ্যে ভেজাল মিশ্রণ ইত্যাদি।

পারিবারিক অপরাধের কারণ

প্রতিটি ঘটনার পিছনেই থাকে এক বা একাধিক কারণ। অপরাধও তার ব্যতিক্রম নয়। পারিবারিক জীবনে দ্রুত ক্রমবর্ধমান অপরাধ দমনের উপায় বের করার পূর্বে এর কারণগুলো অনুসন্ধান করা অত্যাবশ্যক। যেহেতু পরিবার হল সমাজের ক্ষুদ্রতম একক, তাই সুস্থ-স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন যে কেউই বুঝবে যে, পারিবারিক অপরাধই সামাজিক অপরাধের জন্ম দেয়ার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এটা উপলব্ধি করতে কোন গবেষণার প্রয়োজন পড়ে না। তাই সমাজ থেকে অপরাধ নির্মূলের জন্য প্রথমে পারিবারিক অপরাধসমূহ এবং তার কারণ চিহ্নিত করতে হবে। ইসলামী নীতিমালার প্রয়োগ ও তা বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ এ ক্ষেত্রে খুব জরুরী। তাই সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনা পর্যালোচনা করে এবং সমসাময়িক বিষয়াবলি বিশ্লেষণ করে পারিবারিক অপরাধের কারণগুলো এখানে আলোচিত হলো।

১. ভৌগোলিক, সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব

বাংলাদেশের জলবায়ুর পরিবর্তন, ভৌগোলিক অবস্থান, বায়ুদূষণ, অতিবৃষ্টি, খরা, জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনগণের জীবনকে করে তোলে প্রতিকূল। জলবায়ুর চরম ভাবাপন্নতা মানুষের মেজাজকে করে তোলে উগ্র (Khan 2014)। ভূমণ্ডলীয় জলবায়ুর পরিবর্তন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের সামাজিক তথা পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে (Wikipedia, 2019)। পারস্পরিক বিবাদ, মারামারি, ঝগড়া-ঝাটি, অসন্তুষ্টি এসব তাদের পারিবারিক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় রূপ নেয়। উদ্বাস্তু অসহায় এসব মানুষ আশ্রয় এবং জীবিকার তাগিদে ভাসমান জীবনযাপনে বাধ্য হয়। যার ফলে শহরমুখী মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে, যা নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমেয়।

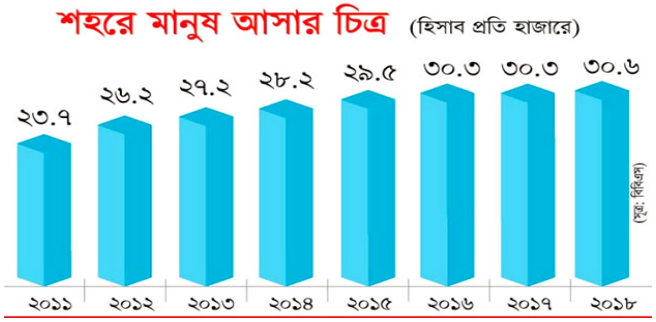

শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চিত্র (Jugantor, Jul.7, 2019)

দেশের ২২ লাখ ৩২ হাজার মানুষ বস্তিতে বাস করে। তাদের মধ্যে ১১ লাখ ৪৩ হাজার পুরুষ ও নারীর সংখ্যা ১০ লাখ ৮৬ হাজার। এসব মানুষের বেশির ভাগই কাজের সন্ধানে ঘরছাড়া হয়ে শহরের বস্তিতে বসবাস করছে। রাজধানীর বস্তি ঘিরে গড়ে উঠেছে মাদকের অভয়ারণ্য। এসব ঘরে অবৈধভাবে নেয়া হয়েছে বিদ্যুৎ ও গ্যাসের সংযোগ (Mamun 2019)। লৈঙ্গিক সংবেদনশীল বিষয়গুলোতে হয়রানি, সহিংসতা, আক্রমণাত্মক আচরণের শিকার হতে হয় পরিবারের সদস্যদের থেকে এবং কখনো কখনো বাইরের পরিবেশেও। জীবনের চাহিদা পূরণ করতে পরিবারের সদস্যগণ কখনও কখনও জড়িয়ে পড়ে নানান অপরাধকর্মে (Unicef, 2016)।

২. দরিদ্রতার প্রভাব

দরিদ্রতা পরিবারে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উত্তরবঙ্গে গরিব মানুষ বেড়েছে। দেশে সবচেয়ে গরিব মানুষ এখন কুড়িগ্রামে। এই জেলার প্রতি ১০০ জনের মধ্যে ৭১ জনই গরিব। ২০১৬ সালের পর আর কোন খানা আয়-ব্যয় জরিপ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) নতুন করে আর করেনি। দেশের মোট আয়ের ৩৮ শতাংশই করেন উপরের দিকে থাকা ১০ শতাংশ ধনী। আর মোট আয়ের মাত্র ১ শতাংশ করেন সবচেয়ে গরিব ১০ শতাংশ মানুষ (Prothom Alo, Oct.18, 2017)। নানান অনিয়ম আর দুর্নীতির কবলে পড়ে তারা আরও অসহায় হয়ে যায় (Prothom Alo, Jul.17, 2014)। তাই প্রায়শই দেখা যায়,পরিবারের সন্তানদের ভরণপোষণ বা দায়িত্ব পালনে অক্ষম ব্যক্তিরা পরিবার ফেলে রেখে চলে যান অথবা বদসঙ্গে নেশাগ্রস্ত হয়ে পরিবারের সদস্যদের উপর অত্যাচার চালান। এমনও অনেক সংবাদ পাওয়া যায়, শিশুকে দুধ কিনে খাওয়ানোর সামর্থ্য বাবার নেই। রাগে দুঃখে নিজের অভুক্ত শিশুকে লবণ খাইয়ে হত্যা করে জন্মদাত্রী মা। যে মায়ের কোলে শিশু সবচেয়ে বেশি নিরাপদ দরিদ্রতা সেই মাকে করে তুলেছে সন্তান ঘাতিনী (Samakal, Sep.10, 2018)। এরূপ উদাহরণ আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়তই কম-বেশি ঘটেই চলেছে। এমন একটা দিন নেই, যেদিন কোন পারিবারিক সহিংসতার সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ হয় না।

৩. বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনের আরেক গুরুতর সমস্যার নাম। শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও পারিবারিক সিদ্ধান্তে অনেকেই বাল্যবিবাহে বাধ্য হয়। আর নারীরা এ পরিস্থিতিতে বেশী অসহায়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো পারিবারিক এসব অনিয়ম চোখে পড়ে। সারা বিশ্বে বাল্যবিবাহের হার কমলেও বাংলাদেশে বেড়েছে। বাল্যবিবাহের হারে বাংলাদেশের অবস্থান এখন চতুর্থ, তবে সংখ্যার দিক থেকে ভারতের পরেই দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ। ইউনিসেফ -এর দেয়া তথ্য মোতাবেক বাংলাদেশের ৬৬ শতাংশ মেয়েরই বিয়ে হচ্ছে ১৮ বছরের আগে। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশের বিয়ে হচ্ছে ১৫ বছরের আগেই (Prothom Alo, Mar.7, 2018)।

তবে বিভিন্ন পরিসংখ্যান বলছে, বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে ছেলেশিশুরাও। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) কিছু তথ্য-উপাত্তে ছেলেশিশুর বিয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিবিএসের স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ২০১৭ অনুযায়ী, ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে প্রতি হাজারে প্রায় ১২০ জন মেয়ে এবং প্রায় ১৪ জন ছেলের বিয়ে হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌতুকের লোভে অথবা দাদা-দাদী মারা যাওয়ার আগে নাতিবউ দেখে যেতে চান-এ ধরনের অজুহাতে বাল্যবিবাহ হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, বাল্যবিবাহের শিকার ছেলেশিশুরাও বিভিন্ন ট্রমা ও ঝুঁকির মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছে (Hossain 2019)। বাল্যবিবাহের শিকার সিংহভাগ মেয়েরা স্বামীর সংসারে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, যৌতুকের কারণে প্রাণ হারাচ্ছে, বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার হচ্ছে এবং অল্প বয়সে বিয়ে ও সন্তান হওয়ায় সন্তানসহ নিজে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে (VOA bangla, Jun.6, 2018)। অনেক ক্ষেত্রে অকালে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুর কোলেও ঢলে পড়ে।

৪. নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়

সমাজ জীবন তথা ব্যক্তিজীবনে পারস্পরিক সম্প্রীতির মাধ্যমে নির্দিষ্ট বন্ধনে আবদ্ধ থেকে মানুষ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। কিন্তু মানুষের নীতি-নৈতিকতা হীনতা ও মূল্যবোধহীনতা মানব সমাজকে হুমকির মুখে ফেলে দেয় (ProthomAlo, Dec.12, 2014)। মানবাধিকার ও সমাজকর্মী, অপরাধ বিশ্লেষক, মনোবিজ্ঞানী, আইনজীবীসহ সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা (Bangladesh moral beliefs survey, 2017) এসব নৃশংসতার জন্য দোষী ব্যক্তিদের যথাসময়ে বিচারের মুখোমুখি করতে না পারাকে দায়ী করছেন। একই সঙ্গে তাঁরা ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব, সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়কেও দোষারোপ করছেন। রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপগুলো কঠোর না হওয়ায় পারিবারিক অপরাধগুলো ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকে। বাংলাদেশে ঘরে-বাইরে, শ্রেণি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব বয়সের নারী ও শিশু পাশবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছরের প্রথম চার মাসে সারাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা হয়েছে ১ হাজার ১৩৯টি এবং হত্যা মামলা হয়েছে ৩৫১টি। এসবের এক-তৃতীয়াংশ ধর্ষণের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলা (Samakal, May.18, 2019)। তাই পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধসমূহের পিছনে নীতি-নৈতিকতার অনুপস্থিতি ও মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় অনেকাংশেই অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে থাকে (Anwari 2003, 301)।

৫. ভূমি ও সম্পত্তিসংক্রান্ত জটিলতা

দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভূমি বিরোধজনিত সমস্যা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। ৩৬০ জন পরিবারের ওপর পরিচালিত এক গবেষণা জরিপে দেখা যায়, তাদের ৪১ শতাংশ পরিবারই এ সমস্যায় আক্রান্ত। আবার তাদের মধ্যে ৫২ শতাংশই ভূমির সীমানা সংক্রান্ত বিরোধ। এরপরেই রয়েছে উত্তরাধিকার সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ। এই হার ৪১ শতাংশ। মূলত ভূমি আইন নিয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকা,

আইনি জটিলতা ও সামাজিক সঙ্কটের কারণে এ বিরোধ দেখা দিচ্ছে। ব্র্যাকের গবেষণার এ তথ্যটি প্রকাশ পায়। রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা-এই ছয়টি জেলায় গবেষণা জরিপ পরিচালিত হয়। গবেষণা স্টাডিটি শুরু হয় ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, শেষ হয় একই বছরের ডিসেম্বর মাসে (Brac, Jan.18, 2017)। পার্থিব সম্পত্তির প্রতি অতিমাত্রায় লোভ-লালসা, মোহ পারিবারিক কোন্দলের জন্য অনেকাংশে দায়ী। পৈত্রিক সম্পত্তির বণ্টন ও দখলদারিত্বকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হয়। যা পর্যায়ক্রমে মারামারি থেকে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে থাকে (Banglatribune, Sep.20, 2019)। দেশের নিম্ন আদালত এবং উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার একটি বড় অংশই হচ্ছে জমি-জমা সংক্রান্ত মামলা। দেশের ৪৩টি ভূমি জরিপ ট্রাইব্যুনালে আড়াই লাখ মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আটকে আছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ভূমি বিরোধ নিরসনে জটিলতা দেখা দিয়েছে। একদিকে বিচারকসংকট এবং অন্যদিকে আপিল আদালত না থাকার কারণে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, বিচারকের তুলনায় মামলার সংখ্যা অনেক বেশি। এখন বিচারকদের মাথাপিছু গড় মামলার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজারের বেশি। আইনে রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের বিধান আছে। কিন্তু আপিল শোনার জন্য দেশে কোনো আদালত নেই (Prothom Alo, Jul.28, 2017)। আবার অন্যরকম সমস্যাও দেখা যায়। সম্পদের লোভ মানুষকে সহিংসতায় প্ররোচিত করে। অন্যায় কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করে। সম্পদশালী সম্পদের নেশায় অবৈধ পথে ছুটতেও দ্বিধা বোধ করেনা। কখনো কখনো অর্থ-সম্পত্তির লোভ পরিবারের সদস্যদেরকে নানান অনাকাঙ্ক্ষিত অপরাধের দিকে ঠেলে দেয় (The Daily Campus, Sep.21, 2019)। পরবর্তী সময়ে এ ধরনের মামলাকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক কোন্দল আরও তীব্র আকার ধারণ করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এসব মামলা বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতায় চলতে থাকে। ফলে জমিতো কেউ ভোগ করতেই পারে না, উপরন্তু মামলার পিছনে তাদের সর্বস্ব ব্যয় হতে থাকে।

৬. পারিবারিক সুশাসনের অভাব

পারিবারিক পরিমণ্ডলে যদি সুশাসন না থাকে, কেবল বৈষম্য ও অসমতা থাকে, তবে সেখানে কখনো শান্তি আসবে না। সুশাসন না থাকলে সমাজও বসবাসের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। সামাজিক স্তম্ভগুলো যে ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলো হয়ে পড়ে নড়বড়ে। মানবতাবাদী ধর্ম ইসলাম সুশাসনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সবখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইসলামের ভূমিকা অগ্রগণ্য। সীমা লঙ্ঘনকারী মানুষকে সাবধান করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾

তোমাদের পূর্বে বহু মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যখন তারা সীমা অতিক্রম করেছিল। স্পষ্ট নিদর্শনসহ তাদের কাছে তাদের রসূল এসেছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস

করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। এভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি। (Al-Quran, 10:13)

শুধু নির্দেশনাই নয়, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ স. বাস্তবেও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকট আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিলেন (Rahaman 2013, 47)। পারিবারিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা পর্যায়ক্রমে পরিবারের প্রধানদের ওপর বর্তায়।

৭. পারিবারিক নির্যাতন ও অসহযোগিতা

পরিবারে একজন সদস্য শারীরিক ও মানসিক সহযোগিতা অনুভব করে। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সদস্যদের সম্প্রীতি বাড়ে, আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়। আর সহযোগিতা না থাকলে নিজেদের পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। কারো প্রতি কারো কোন দায়বদ্ধতা থাকে না। তাই তারা একে অপরের প্রতি দায়িত্বহীন হয়ে পড়তে পারে। আবার জড়াতে পারে বিভিন্ন প্রকার অপরাধ কর্মেও। নিচের পরিসংখ্যান লক্ষ করলেই আমরা এর একটা ধারণা পাব।

পারিবারিক নির্যাতন জানুয়ারি-জুন ২০১৯

তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

ধরন	বয়স				বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা	মামলার উল্লেখ নেই
	৭-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+				
স্বামী কর্তৃক নির্যাতন	১	৩		১	১০	১৫	৬	৯
স্বামীর পরিবার কর্তৃক নির্যাতন				৪	৩	৭	৪	৩
স্বামী কর্তৃক হত্যা	৭	২৪	১৮	২৪	১৭	৯০	৪৪	৪৬
স্বামীর পরিবার কর্তৃক হত্যা	৩	৭	৩	৩	৯	২৫	১৪	১১
নিজ পরিবার কর্তৃক হত্যা	১	১		১৮	২	২২	১০	১২
নিজ পরিবার কর্তৃক নির্যাতন				৭		৭	২	৫
আত্মহত্যা	১	৮	৮	৪	৫	২৬	১২	১৪
মোট	১৩	৪৩	২৯	৬১	৪৬	১৯২	৯২	১০০

সূত্র: প্রথম আলো, সংবাদ, ইত্তেফাক, সমকাল জনকণ্ঠ, নয়া দিগন্ত, ডেইলি স্টার, নিউ এইজ, ঢাকা ট্রিবিউন ওআইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য (Ain o Salish Kendra (ASK), Jul.7, 2019)

৮. যৌতুক প্রথা

যৌতুক হল বাংলাদেশের পরিবারের নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায়, গৃহ বিবাদের ২০-৫০ ভাগের জন্য দায়ী হচ্ছে যৌতুক। যৌতুকের জন্য নারীরা স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনের কাছে মানসিক ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও অত্যাচারের শিকার হয়। ২০১৪ সালে Bangladesh Society for the Enforcement of Human Rights (BSEHR)-এর

পরিসংখ্যান অনুযায়ী শুধুমাত্র যৌতুকের জন্য বছরে বলি হয় ২৪৯ জন বিবাহিতা নারীর জীবন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত শুধুমাত্র যৌতুকের কারণে নির্যাতিত হয়েছেন ৩২৭ জন নারী, যার মধ্যে ১১০ জনকে হত্যা করা হয়, ৯ জন আত্মহত্যা করেন এবং ২০৮ জন শারীরিক নির্যাতনের শিকার হন।

যৌতুককে কেন্দ্র করে নির্যাতন জানুয়ারি-জুন ২০১৯

তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)

নির্যাতনের ধরন	বয়স					৩০+	বয়স উল্লেখ নেই	মোট	মামলা	মামলার উল্লেখ নেই
	০-৬	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০					
শারীরিক নির্যাতন		১		৭	৯		২	৪	৪	
স্বামীর গৃহ থেকে বিতাড়িত				২				২		২
নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা				২				২		২
শারীরিক নির্যাতনের পর হত্যা			৪	২৩	১৩	৫	৬	৫১	২৫	২৬
মোট	০	১	৪	৩৩	২৩	৫	২২	৮৮	৪৮	৪০

সূত্র: প্রথম আলো, সংবাদ, ইত্তেফাক, সমকাল জনকণ্ঠ , নয়া দিগন্ত, ডেইলি স্টার, নিউ এইজ, ঢাকা ট্রিবিউন ওআইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য (Ain o Salish Kendra (ASK), Jul.7, 2019)।

৯. দাম্পত্য কলহ

দাম্পত্য কলহ পরিবারের সদস্যদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে সন্তানের ওপর। ১৮ জুন ২০১৯ তারিখের আরটিভির একটি অনলাইন রিপোর্টে এসেছে, বর্তমানে দেশে পারিবারিক আদালতে বিচারাধীন মামলা ৫৯ হাজার ৮৬০টি। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আরও জানান, আপিল বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২১ হাজার ৮১৩টি। এর মধ্যে দেওয়ানি মামলা ১৪ হাজার ২৩টি, ফৌজদারি মামলা ৭ হাজার ৬৫৫টি ও অন্যান্য (আদালত অবমাননা পিটিশন) মামলা ১৩৫ টি। তিনি বলেন, হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা পাঁচ লাখ ৬ হাজার ৬৬৪টি। এর মধ্যে দেওয়ানি ৯৬ হাজার ১১৪টি, ফৌজদারি ৩ লাখ ১৭ হাজার ৪৪৩টি ও অন্যান্য ৯৩ হাজার ১০৭টি। অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার মধ্যে দেওয়ানী ১৩ লাখ ২৮ হাজার ৬০০টি ও ফৌজদারি ১৭ লাখ ২৫ হাজার ২৭০টি (Rtv online, May.9, 2019)।

১০. পরকীয়া

বিভিন্ন জরিপ ও অনুসন্ধানে দেখা গেছে, পারিবারিক অপরাধের মধ্যে হত্যাকাণ্ড বা যেকোন প্রকার নির্যাতন ইত্যাদির পিছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রয়েছে অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্কের ঘটনা। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক আস্থা ও ভালোবাসার ঘাটতি বা

বিভিন্ন পারিবারিক টানাপোড়েন তাদেরকে পরকীয়ায় আসক্ত করে (Prothom Alo, May.9, 2019)। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সম্পৃক্ত পরিবারগুলো। অমানিশার কালো আঁধারে ঢেকে যায় তাদের জীবন। পরকীয়া সংক্রান্ত আইন খুব বেশি বাংলাদেশে নেই। ঝালকাঠির কাঁঠালিয়ায় পরকীয়ার জের ধরে স্ত্রী বিউটি বেগমকে (৪০) গলা টিপে হত্যার দায়ে স্বামী আলো খান ওরফে আলম খানকে (৪৭) আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আলমের বান্ধবী পাখি বেগমকে (৪০) যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তাঁকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে আরও ২ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত (Prothom Alo, Sep.19, 2019)। তবে বাংলাদেশের সংবিধানের দণ্ডবিধির ৪৯৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে ব্যাভিচারে লিপ্ত পুরুষের জন্য পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডের বিধান আছে (BBC news bangla, Sep.27, 2018)। নারীর ক্ষেত্রে কোন শাস্তির বিধান নেই (Dhaka Tribune, Feb.24, 2019)। শাস্তির বিধান অনেক পুরাতন (১৮৬০ সালের) এবং অকার্যকর হওয়ায় পরকীয়ার জের ধরে বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক অপরাধ সংঘটিত হতেই থাকে।

১১. অপসংস্কৃতি ও অশালীনতা

পরিশীলিত ও পরিশুদ্ধ জীবনচেতনাই সংস্কৃতি। আর সংস্কৃতির বিপরীত হল অপসংস্কৃতি। বর্তমান বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অবাধ সুযোগে আমাদের জাতীয় জীবনে অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে (Jugantor, Sep.30, 2019)। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, পারিবারিক অনুষ্ঠান, পোশাক-পরিচ্ছদ, জাতীয় সংস্কৃতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নিজেদের রীতিনীতি (Khan 2015) ভুলে গিয়ে ভিনদেশী সংস্কৃতির চর্চা এখন একটি ধারাবাহিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বের অনেক দেশেই ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইনস ডে পালন করে না। সেসব দেশে রয়েছে এই দিনটি উদযাপনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা। ২০১৭ সালে পাকিস্তান ভ্যালেন্টাইনস ডে পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এছাড়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ও কাতারে আলেমরা ভালোবাসা দিবস পালনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন (Rtv online, Feb.14, 2018)। অথচ বাংলাদেশে বিভিন্ন দেশের ও জাতির বিশেষ দিবস, সংস্কৃতি অতি সাড়ম্বরেই পালিত হতে দেখা যায়, যেখানে রাষ্ট্রীয় ভূমিকা উল্লেখ করার মত নয়। এছাড়া মিডিয়ায় সুপারস্টার ও সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজনের নামে চলে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান। হঠাৎ বেড়ে গেছে রিয়েলিটি শো সুন্দরী প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান। সম্প্রতি দেশে পাঁচটি প্রতিযোগিতার খবর পাওয়া গেছে। প্রতিযোগিতাগুলো হলো মিস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ, মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ, মিসেস ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ, মিসেস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ও মিস ঢাকা (Prothom Alo, Oct.3, 2019)। যা বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেলের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। প্রচারিত টিভি নাটক বা অন্যান্য অনুষ্ঠান বা পণ্যের বিজ্ঞাপন, যার কথাই বলি না কেন, তার অধিকাংশই কুরুচিপূর্ণ, যা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দেখাই মুশকিল। বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশের জন্য তা অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। তাই প্রতিটি মুসলিমের উচিত প্রযুক্তির

ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হওয়া (Islamic online media, Jul.2, 2017)। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ভালো কথা; কিন্তু স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ মুসলিম পরিবার তথা সমগ্র জাতির জন্য ভয়ানক হুমকিস্বরূপ।

১২. আইন প্রয়োগে জটিলতা

কঠোরতম শাস্তির বিধান রেখে প্রচলিত ফৌজদারি আইনের পাশাপাশি ২০০০ সালে প্রণীত হয়েছিল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন। দ্রুত সুবিচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। কিন্তু বাস্তবে সেসকল আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানান ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়। এছাড়া পারিবারিক সম্মান বিনষ্টের আশঙ্কায় অনেকে আইনের শরণাপন্ন হতেও ভয় পায় (NHRC of Bangladesh, Jan. ND, 2018)। পুলিশ সদর দপ্তরের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১৭ সালে নারী নির্যাতনের মামলা হয়েছে ১৫ হাজার ২শ ১৯টি, ২০১৬ সালে ১৬ হাজার ৭৩০টি, ২০১৫ সালে ১৯ হাজার ৪৮৬টি, ২০১৪ সালে ১৯ হাজার ৬১৩টি, ২০১৩ সালে ১৮ হাজার ৯১টি, ২০১২ সালে ১৯ হাজার ২৯৫টি এবং ২০১১ সালে ১৯ হাজার ৬৮৩টি।

বাংলাদেশ মানবাধিকার সংস্থার (বিএমবিএস) মিডিয়া অ্যান্ড কমিউনিকেশনের তথ্যমতে, ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দেশের ৫.১৭ শতাংশ শিশু যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে (Samakal, May.18, 2019)। আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এ আইনের আওতায় সংঘটিত অপরাধের যথাযথ বিচার এবং অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে ভুক্তভোগীদের রক্ষা করা। ২০১৩ সালে সরকার এ আইন সংশোধন করে আরো কঠোর করে; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, অপরাধীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করার হার কম (Manobzamin, Oct.5, 2018)। পারিবারিক আদালতের পদ্ধতিগত ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার কারণে পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তিতে সুফল আসছে না। মামলাজটের প্রধান কারণ মামলার দীর্ঘসূত্রতা। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে পারিবারিক আদালতে কার্যকর কোনো বিধিবিধান নেই। পাকিস্তান ও ভারতের পারিবারিক আইনের আদলে আমাদের আইনটি করা হলেও কার্যকর বিধিবিধানগুলো রাখা হয়নি (Al-Islam 2010)। সারাদেশে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ৩৫ লাখ ৮২ হাজার ৩৪৭টি। এর মধ্যে পারিবারিক আদালতে বিচারাধীন মামলা ৫৯ হাজার ৮৬০টি। ৬৪ জেলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা ঢাকা জেলায় পাঁচ হাজার ৫০৯টি (Prothom Alo, Jun.20, 2019)। ফলে অপরাধীদের সাহস ও অপরাধপ্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়।

১৩. মনস্তাত্ত্বিক কারণ

হীনমন্যতা, মানসিক বিষণ্নতা, ব্যর্থতা, অপারগতা ইত্যাদিকে অপরাধ বিশেষজ্ঞগণ অপরাধের কারণ হিসেবে মনে করেন। অপরাধবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, জৈবিক ও জন্মগত ত্রুটির কারণে মানুষ মনস্তাত্ত্বিক অপরাধে জড়ায় (Al-Islam 2016)। মূলত মানসিক অস্থিরতার কারণেই আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কমে যায় বলে সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন। ধারাবাহিক ঘটনাগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পারিবারিক বিবাদ, ঝগড়া, কলহ, প্রেমে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে পরিবারের

সদস্যগণ (Prothomalo, Jun.17, 2019) নিজেদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যা, খুন, অ্যাসিড নিক্ষেপ ইত্যাদির মত পারিবারিক অপরাধগুলো একের পর এক ঘটিয়ে যাচ্ছে (Islam 2009, 14)। মনস্তাত্ত্বিক অপরাধ থেকে পরিত্রাণের সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে, মনকে নিয়ন্ত্রণ এবং আইন সম্পর্কে সচেতন হওয়া। শাস্তির পাশাপাশি সংশোধনের সুযোগ রাখা উচিত। বিশ্বের অনেক দেশেই অপরাধীদের সংশোধনের সুযোগ রাখা হয়েছে। আমাদের দেশে শিশু আইনে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা রয়েছে (Al-Islam 2016)।

১৪. ভোগবিলাসিতা ও বিকৃত জীবন যাপন

সম্পদের লোভ মানুষকে সহিংসতায় প্ররোচিত করে, অন্যায় কর্মকাণ্ডের আশ্রয় নিতে উদ্বুদ্ধ করে। সম্পদশালী সম্পদের নেশায় অবৈধ পথে ছুটতেও দ্বিধা বোধ করে না। কখনো কখনো অর্থ-সম্পত্তির লোভ পরিবারের সদস্যদেরকে নানান অনাকাঙ্ক্ষিত অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। ভোগবিলাসী জীবন অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যদের স্বাভাবিক জীবন থেকে বিতাড়িত করে। অত্যধিক ধনসম্পদ পরিবারের সদস্যদের জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। সন্তান পিতামাতার অবাধ্য হয়ে বিপথে যায়, মাদক সেবন করে, বিভিন্ন অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয়, এমনকি সন্তান দ্বারা পিতা-মাতা খুন পর্যন্ত হয়ে থাকে। ২০১৩ সালের ১৬ আগস্ট রাজধানী ঢাকার মালিবাগের চামেলীবাগের বাসা থেকে পুলিশের বিশেষ শাখার পরিদর্শক মাহফুজুর রহমান ও তার স্ত্রী স্বপ্না রহমানের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। খুনী তাদের ১৯ বছর বয়সী কন্যা ঐশী রহমান (Prothom Alo, Nov.12, 2015)এটি ভোগবিলাসী জীবনযাপনের পরিণামের এক জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ১২ হাজার ৫৩০ জন নারী নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি জরিপ চালিয়ে নারী নির্যাতনের চিত্র তুলে আনে। এতে উঠে আসে ৬৫ শতাংশ নারী স্বামীর মাধ্যমে শারীরিক নির্যাতন, ৩৬ শতাংশ যৌন নির্যাতন, ৮২ শতাংশ মানসিক এবং ৫৩ শতাংশ নারী স্বামীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। জরিপে আরো বলা হয়, অধিকাংশ নারীকেই তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়তে বাধ্য হতে হয়েছে (Manab Zamin, Oct.5, 2018)।

১৫. গরিবের ও আত্মীয়দের হক আদায়ে অনীহা

মুসলিম সম্পদশালীদের সম্পদে দরিদ্রদের অংশ রয়েছে। অথচ দেখা যায়, ধনীরা গরীবের আর্থিক হক ঠিকমতো আদায় করছেননা। ধনী ব্যক্তিরা নিজেদের সম্পদের থেকে গরিবদের দিতে চায় না। সাহায্য করা, দান-সাদকা করা ইত্যাদি তাদের কর্তব্য। যাকাত প্রদান তাদের জন্য বাধ্যতামূলক (Ghoni 2019)। দারিদ্র্য, অভাব, সামাজিক বৈষম্য দিন দিন পারিবারিক দূরত্ব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। অন্যের হক আদায় না করা, কারো সম্পদের অধিকার হরণ করা পাপ এবং অপরাধ (Prothomalo, Jul.17, 2014)।

একটু সহযোগিতা, একটু সহমর্মিতা বাঁচাতে পারে একটি পরিবারকে। গোপন-প্রকাশ্যে যে কোনোভাবে দান করা যায়। সকল দানেই সওয়াব রয়েছে। দানের মাধ্যমে মহান আল্লাহর তাআলা পৃথিবীর মানুষের মাঝে রিজিকের ভারসাম্য রক্ষা করেন। বিনিময়ে প্রতিদানও দিয়ে থাকেন (Ghoni 2016)। ইসলামে মানবসমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে দিকনির্দেশনা রয়েছে। একশ্রেণীর বিত্তবান লোক ধন-সম্পদ ও টাকার পাহাড় গড়বে, আর অপর শ্রেণীর গরিব মানুষ চরম ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর কশাঘাতে জর্জরিত হবে, এ ধরনের জঘন্য প্রথা ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। ইসলাম ধন-দৌলত, অর্থ-সম্পদের উদারতা ও ইনসাফের দ্বারা গরিবের ন্যায্য প্রাপ্য, হতদরিদ্রের হক বা অধিকার ব্যাপকভাবে সংরক্ষিত করেছে। ধনীদের অর্থ-সম্পদের ওপর যে দরিদ্রের হক রয়েছে, পবিত্র কুরআনে তা বারবারই উচ্চারিত হয়েছে,

﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

এবং তাদের (ধনী লোকদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের হক (Al Qurān 51:19)।

১৬. প্রযুক্তির অপব্যবহার ও সামাজিক অবক্ষয়

সভ্যতার উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির অবদান অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমরা কি কখনো অনুধাবন করে দেখেছি যে, প্রযুক্তির অকল্যাণকর দিকগুলো আমাদের অবস্থান কোথায় নামিয়ে দিচ্ছে? অবশ্য এর জন্য আবিষ্কার ও আবিষ্কারক কোনোটিই অপরাধী নয়, অপরাধী হচ্ছি আমরা ব্যবহারকারীরা (Malmo 2015)| আধুনিক যুগে যুবক-যুবতীদের মাঝে রয়েছে প্রচণ্ড ইন্টারনেট প্রীতি।

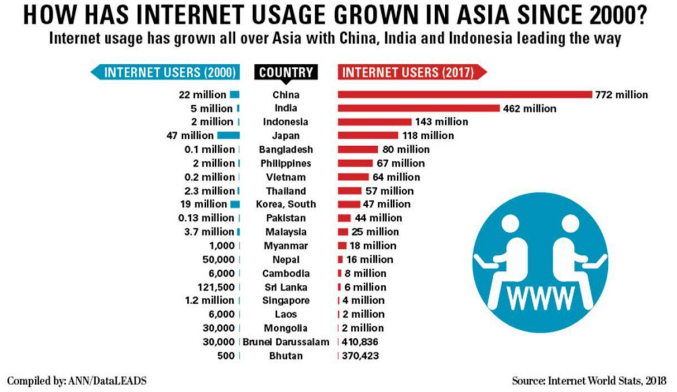

(The Daily Star, Oct.7, 2018)

গভীর আসক্তির কারণে ইন্টারনেটের নিষিদ্ধ ওয়েবসাইটসমূহ ঘাঁটাঘাঁটি করা, লুকিয়ে লুকিয়ে নিষিদ্ধ সিনেমা দেখা ইত্যাদি এখন নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন ব্লগে উদ্ভট লেখালেখি করা, সঙ্গেসঙ্গে মাদকাসক্ত হয়ে পড়া এবং পরবর্তীতে পারিবারিক অপরাধসহ নানান সামাজিক অপরাধে জড়িয়ে পড়া একটি মারাত্মক ব্যাধিতে পরিণত

হয়েছে। সাইবার ক্রাইমের মাধ্যমে যুবসমাজ ধ্বংসের খেলায় মেতে ওঠে। উদ্ভট গেমের মাধ্যমে নিজেরা আত্মাহুতি দেয়। ধর্মের নামে চালায় হিংসাত্মক ও ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো বিন্যাসে এমন কোনো কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেউ পড়লে, দেখলে বা শুনলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হতে উদ্বুদ্ধ হতে পারে বা যা দ্বারা মানহানি ঘটে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উসকানি প্রদান করা হয়, তাহলে এ কার্যটি অপরাধ হবে (Prothomalo, Apr.2, 2013)। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করে অপরাধ কর্মের পরিকল্পনা করে এবং তা বাস্তবায়ন করে চলে।

পারিবারিক অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী দিকনির্দেশনা

কোন একটি দেশের আইন ব্যবস্থায় একাধিক আইন থাকে পারিবারিক অপরাধসমূহ দমন করার জন্য। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেসব আইনের সুফল সমাজে খুব বেশি দৃষ্টিগোচর হয় না। আইনের যথাযথ প্রয়োগ না থাকায় পারিবারিক জীবনে অপরাধ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মীয় অনুশাসন ব্যতীত মানবজীবনে মূল্যবোধ ও শৃঙ্খলা নিয়ে আসা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তি জীবন তথা পারিবারিক জীবনে ধর্মীয় আইন অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ইসলামী আইন মূলত শরীয়াহর প্রধান দুটি উৎস আল-কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত দিকনির্দেশনা, বিধি-বিধান, নৈতিকতা ও আইনি ভিত্তিসমূহের উপর নির্ভরশীল। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পারিবারিক অপরাধ প্রতিরোধে ইসলামী বিধানসমূহ তুলে ধরা হলো।

১. পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা

পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের অন্যতম কারণ হলো পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়া কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়া। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অসন্তুষ্টি পারিবারিক অশান্তি ডেকে আনে এবং পারিবারিক বন্ধনকে দুর্বল করে দেয়। সন্তানের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। মহান রাব্বুল আলামীন আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে, যাতে তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন (Al-Qurān, 30:21)

মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. বলেছেন,

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়ার্দ্রতা ও সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হলো মানবদেহের মত। তার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে সে-কারণে সমগ্র দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় আক্রান্ত হয় (Muslim, ND, 6350)।

কাউকে খারাপ নামে ডাকা যাবে না, উপহাস করা যাবে না অথবা গালি দেয়া যাবে না। একটি হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاحِشًا وَلاَ لَعَّانًا وَلاَ سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ مَا لَهُ، تَرِبَ جَبِينُهُ.

আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. অশ্লীলভাষী, অভিসম্পাতকারী ও গালিবাজ ছিলেন না। কাউকে তিরস্কার করতে চাইলে বলতেন, কী হলো তার, তার কপাল ধূলিধূসরিত হোক (Al-Bukhari, 2003, 5620)।

পারিবারিক বন্ধন মজবুত হলে পরিবারের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় এবং শান্তি ও আস্থার ভীত পাকাপোক্ত হয়।

২. সম্পত্তির সঠিক বণ্টন নিশ্চিত করা

আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সম্পত্তির ভোগ ও বণ্টনের বিষয়ে সরাসরি ঘোষণা দিয়েছেন। এছাড়াও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে সকল জটিলতা দূর করার জন্য আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে। বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইনে সম্পদ বণ্টনে ইসলামী বিধান ও আল-কুরআনের নির্দেশ মান্য করার বিধান রয়েছে। তবে তা বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চতুরতার আশ্রয় নিয়ে ওয়ারিসগণকে ঠকানোর নজিরই বেশি দেখা যায়। বাংলাদেশের সরকার ও আইন প্রয়োগকারীদেরকে এ বিষয়ে কঠোর হতে হবে। তবেই সম্পত্তির সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে। আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না (Al-Qurān, 4:29)।

৩. স্ত্রীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

স্ত্রীর ওপর স্বামীর যেমন পূর্ণ অধিকার রয়েছে, তেমনি স্বামীর ওপরও রয়েছে স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার। স্ত্রীর ভরণপোষণ এবং যাবতীয় প্রয়োজন স্বামী পূরণ করবে। এছাড়া আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾

তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রাপ্য মোহর সানন্দচিত্তে দিয়ে দাও (Al-Qurān, 4:4)।

তাছাড়া পৈত্রিক ও স্বামীর সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া, ভরণপোষণসহ কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত প্রাপ্য অধিকারসমূহ স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরি করার জন্য যা অত্যন্ত জরুরি।

৪. স্ত্রীর সঙ্গে সদাচরণ করা

স্ত্রীর হক আদায়ের পাশাপাশি তার সঙ্গে সদাচরণও একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি প্রত্যেক স্বামীর অবশ্য কর্তব্য। যা পালন করা ইসলামের দৃষ্টিতে ফরয। আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

তোমরা তাদের (তোমাদের স্ত্রীদের) সঙ্গে সৎভাবে জীবনযাপন কর (Al-Qurān, 4:19)

স্ত্রী হলেন সহধর্মিণী, অর্ধাঙ্গিনী, সন্তানের জননী; তাই স্ত্রী সম্মানের পাত্রী। স্ত্রীর রয়েছে বহুমাত্রিক অধিকার; সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য। স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে এবং উভয়ের পরিবার প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকারের সীমানা ও কর্তব্যের পরিধি জেনে তা চর্চা করে তাহলে তা সংসারের জন্য মঙ্গলজনক হবে (Prothomalo, 2018)। স্বামীর প্রতিও স্ত্রীর দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। স্বামীর ইজ্জত-সম্মান ও সম্পদের আমানত রক্ষা করা স্ত্রীর দায়িত্ব।

৫. পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা

কেউ যদি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে; কিন্তু পিতামাতার কৃতজ্ঞতা আদায় না করে, তবে তা আল্লাহর নিকট প্রত্যাখ্যাত। পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের প্রতি আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকাবেন না। সে কারণেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে একাধিকবার আল্লাহর আনুগত্যের সঙ্গেসঙ্গে পিতামাতার আনুগত্য করার প্রতি নির্দেশ এসেছে। ধ্বনিত হয়েছে তাদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করার প্রতি কঠিন হুঁশিয়ারী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে উফ্ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; এবং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো (Al-Qurān, 17:23)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে ও কোনোকিছুকে তাঁর শরিক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে। (Al-Qurān, 4:36)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ». قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তার নাক ধূলিমলিন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলিন হোক, আবার তার নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ, কার? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, এরপরও সে জান্নাতে প্রবেশ করল না (Muslim ND, 6280)।

৬. সন্তানকে সুশিক্ষাপ্রদান করা

পুত্র-কন্যা উভয় সন্তানেরই গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে শিক্ষা লাভের অধিকার। তবে আল্লাহর দ্বীন ও চরিত্র গঠনের জন্যই এ শিক্ষা; যাতে তারা তাতে বেশ উৎকর্ষ লাভ করতে সমর্থ হয়। প্রতিটি সন্তানের মধ্যেই সমতা নিশ্চিত করতে হবে। সুশিক্ষা ও শিষ্টাচারের মাধ্যমে গড়ে তুললে সন্তান পিতামাতার জন্য ইহকালে, এমনকি তাদের মৃত্যুর পরও কল্যাণকামী হিসেবে পরিগণিত হবে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্ঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষাগ্রহণ কর (Al-Qurān, 16:90)।

সন্তানকে সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। সবার সঙ্গে কেমন আচরণ করবে-পরিবারই এই শিক্ষাগুলো তাদের সন্তানদেরকে প্রদান করবে। বিনা অনুমতিতে কারও ঘরে প্রবেশ করা যাবে না, এমনকি উঁকি দেয়াও ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীসে এভাবে এসেছে,

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ فِى جُحْرٍ فِى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُنِى لَطَعَنْتُ بِهِ فِى عَيْنِكَ ». وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ».

সাহল ইবনু সা'দ আস সায়িদী রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-এর দরজার একটি ছিদ্র দিয়ে তাকাল। তখন রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে একটি চিরুনি ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ স. তাকে দেখে বললেন, আমি যদি জানতাম তুমি আমাকে দেখছ, তাহলে অবশ্যই এটা দিয়ে তোমার চোখে খোঁচা দিতাম। রাসূলুল্লাহ স. আরও বললেন, চোখের কারণেই তো (ঘরে প্রবেশের) অনুমতির বিধান দেওয়া হয়েছে (Muslim ND, 5453)।

৭. সন্তানকে সময় মত বিবাহ করানো

মানব জীবনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল বিবাহ। বিবাহের মাধ্যমেই বৈধভাবে একজন নারী ও একজন পুরুষ পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবারের সূচনা করে। তাই ইসলামী আইনানুযায়ী সন্তানকে সুশিক্ষিত করে বিয়ে দেওয়া প্রত্যেক পিতামাতার দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা 'আয়্যিম' তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ (Al-Qurān, 24:32)।

আয়্যিম: যে-পুরুষের স্ত্রী নেই এবং যে-নারীর স্বামী নেই। তারা অবিবাহিত, বিপত্নীক বা বিধবা যাই হোক না কেন।

﴿فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا لاَ نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ﴾

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রা. বলেন, আমরা যুবক বয়সে রাসূল স.-এর সঙ্গে ছিলাম; অথচ আমাদের কোনো কিছু (সম্পদ) ছিল না। এমনি অবস্থায় আমাদেরকে রাসূল স. বললেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিবাহ করে। কেননা, বিবাহ দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং যৌনতাকে সংযত করে এবং যার বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, সে যেন রোযা পালন করে। কেননা, রোযা তার যৌনতাকে দমন করবে (Al-Bukhari 2003, 2428)।

৮. পারিবারিক সম্প্রীতি বজায় রাখা

পারস্পরিক আত্মীয়তার বন্ধন মজবুতকরণের মাধ্যমে পারিবারিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। পারিবারিক পরিমণ্ডলে সংঘটিতব্য অপরাধ দমনে আত্মীয়রা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। পরিবার ও পরিবারের বাইরে সর্বত্রই বড়দের সম্মান ও ছোটদের স্নেহ না করলে পারিবারিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে না। পারিবারিক সমস্যা তখন সহিংসতায় রূপ নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ذَٰلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ ۗ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾

এই সুসংবাদই আল্লাহ দেন তাঁর বান্দাদেরকে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে। বল, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত আর কোনো প্রতিদান চাই না। যে কেউ উত্তম কাজ করে, আমি তার জন্যে তাতে কল্যাণ বাড়িয়ে দিই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, গুণগ্রাহী (Al-Qurān, 42:23)।

৯. পর্দার বিধান বাস্তবায়ন করা

পারিবারিক অপরাধের একটি পরোক্ষ কারণ হলো পর্দাব্যবস্থা মেনে না চলা। পর্দাব্যবস্থা মেনে চললে পরকীয়া বা অন্যান্য পারিবারিক অপরাধের অনেক প্রত্যক্ষ কারণই হ্রাস পেত। পারিবারিক পরিমণ্ডলে ও পরিবারের বাইরে প্রত্যেক নারী-পুরুষের জন্য পর্দা ব্যবস্থা মেনে চলা অত্যাবশ্যক। পর্দাব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার প্রতি আদেশ প্রদান করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾

আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে; তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ (অলঙ্কার বা আকর্ষক পোশাক) প্রদর্শন না করে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় (ওড়না বা চাদর জাতীয় পরিচ্ছদ) দ্বারা আবৃত করে, তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীরা, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যেযৌনকামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারো নিকট তাদের আভরণ প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে জোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (Al-Qurān, 24:31)

১০. হালাল উপার্জন করা

পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সকলকেই উপার্জন করতে হয়। মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপার্জন ও ভোগের ক্ষেত্রে হালাল-হারামের বিধান মানা অতি জরুরি। হালাল পথে উপার্জনের মাধ্যমে অর্থ-সম্পদ পারিবারিক ভরণ-পোষণে ব্যয় করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾

হে মানবজাতি, পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু (Al-Qurān, 2:168)

আল্লাহ বলেন,

﴿قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

বল, মন্দ ও ভালো এক নয় যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তিসম্পন্নরা, আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (Al-Qurān, 5:100)।

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام.

ঐ শরীর জান্নাতে যাবে না, যা হারাম দ্বারা হৃষ্ট-পুষ্ট (Al-Mawsili 1404H, 83-84)

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে,

طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة.

হালাল উপার্জন অনুসন্ধান করা (ইসলামের প্রধান প্রধান পাঁচটি) ফরজের পর ফরজ অথবা উপর্যুপরি ফরজ। (Al-TibrizÊ 1405h, 2/128, 2781)।

১১. নিজের সালাত আদায় করা ও অন্যদেরকেও সালাত আদায়ে তাকিদ দেওয়া

যথাযথভাবে সালাত আদায় ব্যক্তিকে অনেক পাপাচার ও অপরাধ থেকে দূরে রাখে। যে পরিবারে সালাত প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে অন্যায় ও অপরাধ অপেক্ষাকৃত অনেক কম। সালাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজের সদস্যদের মাঝে একটি বন্ধন সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾

আর নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর (Al-Qurān, 2:43)।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾

এবং সালাত আদায় কর; নিশ্চয়ই সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে (Al-Qurān, 29:45)

রসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি নবী স.কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? তিনি বললেন, ওয়াক্তমত সালাত আদায় করা। আমি

বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণ করা। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। রাবী বলেন, তিনি আমাকে এইসব বিষয়ে বললেন। আমি আরো জিজ্ঞেস করলে তিনি অবশ্যই আমাকে আরো বলতেন (Bukharī, Muslim, Darimī, Tirmidī, Nasaī)।

১২. মাদকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করা

মাদক হচ্ছে পারিবারিক অপরাধের অন্যতম প্রধান কারণ। কোন মুসলিম সমাজে মাদক উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, ক্রয়-বিক্রয়, মাদক সেবন ইত্যাদি নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা মদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বলেন,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ﴾

শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না? (Al-Qurān, 5:91)

আনাস ইবনু মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

﴿أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ . فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ . قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ﴾

নবী করীম স. মদ্যপানে খেজুরের ডাল ও চপ্পল (জুতা) দ্বারা প্রহার করেছেন। আবূ বকর রা. (তাঁর আমলে) চল্লিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। উমর রা. এর খিলাফতকালে মানুষের সমৃদ্ধি এলো এবং নতুন নতুন অঞ্চল বিজিত হলো (অর্থাৎ মদ পানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল।) তিনি তাদেরকে (সাহাবীদের) বললেন, মদ্যপানের বেত্রাঘাত সম্পর্কে আপনাদের অভিমত কী? আবদুর রহমান ইবনু আউফ রা. বললেন, এ ব্যাপারে আমি মনে করি যে, আপনি (শরীয়াতে নির্ণীত) লঘুতর হদ্দের সমপরিমাণ নির্ধারণ করুন। তখন উমর রা. (মদ পানের দণ্ড) আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন (Muslim, ND, 4305)।

মাদক ইসলামে হারাম হলেও অনেক মুসলিমই মাদকাসক্ত হয়ে নানান অপরাধকর্মে লিপ্ত হয়। তাই মাদক ও ক্যাসিনো বা জুয়া সম্পর্কে ইসলামের নিষেধাজ্ঞা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৩. সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ

পারিবারিক অপরাধ দমনের জন্য পরিবারের সদস্যদের ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক মূল্যবোধের সঠিক চর্চা করতে হবে। ইসলামের মূল স্তম্ভগুলোকে গুরুত্ব সহকারে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে। সন্তানের ন্যায়-অন্যায় বোধ জাগ্রতকরণ, অপসংস্কৃতিরোধ, সুস্থ-স্বাভাবিক সংস্কৃতির অনুশীলন,

পরিবারে সর্বদা ইসলামী অনুশাসন বাস্তবায়ন ইত্যাদির মাধ্যমেও পারিবারিক জীবনে অপরাধ সংঘটনের পথকে শুরুতেই বন্ধ করে আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব। আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

তোমাদের সম্পদ, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধ মালিকদের হাতে অর্পণ করো না। (অবশ্যই তা থেকে) তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করবে, তাদের পোশাক সরবরাহ করবে, (সর্বোপরি) তাদের সঙ্গে সদালাপ করবে। (Al-Qurān, 4:5)।

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ.

তোমরা জুলুমকে ভয় কর। নিশ্চয় জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে। তোমরা লোভ-লালসা থেকে সাবধান থেকো। কেননা, এই লোভ-লালসাই তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করেছে। তা তাদের খুন-খারাবী ও রক্তপাতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং হারাম বস্তুসমূহ হালাল জ্ঞান করতে প্রলুব্ধ করেছে (Muslim, ND, 6340)।

১৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক মজবুতকরণ

ছোটখাটো কোন বিষয় নিয়েই প্রায় বিরোধ সৃষ্টি হতে দেখা যায়। পারিবারিক সংঘর্ষ বা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হবার মত ঘটনাও ঘটতে দেখা যায় এই সূত্র ধরে। ইসলাম প্রতিটি সম্পর্কের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হতে পরামর্শ প্রদান করেছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করাকে হারাম করেছে।

রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

إن الرحم شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته

'রিহ্ম' (আত্মীয়তা) 'রহমান' থেকে নির্গত। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যে তোমার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবে, আমি তার সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখবো। আর যে তোমার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমিও তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করবো (Bukharī, 1407H, 5562)।

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ.

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না (Muslim, ND, 6290)।

১৫. কঠোর আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিক অপরাধসমূহের ন্যায়বিচার হয় না। বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি সংশ্লিষ্ট মামলাসমূহের রায়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি করে।

ধর্মীয়, পারিবারিক ও সামাজিত অনুশাসনভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি পারিবারিক জীবনে সংঘটিত অপরাধের বিচার করে অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদানের নিমিত্তে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দায়েরকৃত মামলার ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, অপরাধীকে তার প্রাপ্য শাস্তি প্রদান করতে হবে (Al-Hashemi, 2011, 25)।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

কেউ কোনো সৎকাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে এবং কেউ কোনো অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু তারই প্রতিদান দেওয়া হবে আর তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না (Al-Qurān, 6:160)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে তোমরা যা কর আল্লাহ তো তার সম্যক খবর রাখেন। (Al-Qurān, 4:135)।

উবাদাহ ইবনু সামিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْىُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ.

তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, তোমরা আমার কাছ থেকে গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নারীদের জন্য একটি পথ তৈরি করে দিয়েছেন। অবিবাহিত অবিবাহিতার সঙ্গে ব্যভিচার করলে একশ বেত্রাঘাত এবং এক বছরের জন্য নির্বাসন। আর বিবাহিত বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করলে একশ বেত্রাঘাত এবং পাথর নিক্ষেপ (করে হত্যা) (Muslim, ND, 4267)।

সুপারিশমালা

১. দেশের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকসহ শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা;

২. পাঠ্যপুস্তক পঠন-পাঠনের পাশাপাশি ধর্মীয় ব্যবহারিক ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা করা;

৩. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অধীন মসজিদভিত্তিক শিশু শিক্ষার পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষা চালু করা;

৪. সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের মাঝে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা। এটি সরকারি-বেসরকারি উভয় দিক থেকেই হতে পারে। বিশেষ করে মসজিদের খতীবগণের এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে কাজে লাগানো যেতে পারে;

৫. শিশু শ্রেণি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল বিভাগে ইসলামী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা;

৬. ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উচিত সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় উন্মুক্ত ধর্মীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

৭. নারীদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা, যাতে তারা শিশুদের শিক্ষা দিতে পারে;

৮. ধর্মীয় মূল্যবোধের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধের বিকাশসাধন করা;

৯. সরকারের উচিত ইলেক্ট্রিক মিডিয়াকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শেখানোর কাজে ব্যবহার করা;

১০. নৈতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাজেট বৃদ্ধিকরণের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১১. দেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে ঢেলে সাজানো এবং ঘুষ-দুর্নীতি-মাদক-বিরোধী নাটক-সিনেমা তৈরি করা।

উপসংহার

এমন সমাজ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যা অপরাধ এবং এতদসংক্রান্ত সমস্যাবলির সঙ্গে জড়িত নয়। যে কোন ধরনের অপরাধই হোক তা ছোট বা বড় তার কারণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করলে তা অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব। ইসলাম কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য সীমাবদ্ধ কোন সেকেলে ধর্মের নাম নয়; বরং ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধানের নাম। যেখানে ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বৃহৎ পরিসরের সকল স্তরের জনগণের জন্যই রয়েছে সুনিয়ন্ত্রিত নীতিমালা, যা পরিপালনের মাধ্যমে পরিবার তথা সমাজের অসঙ্গতি দূর করা সম্ভব। মানুষ তার জীবনের মূল শিক্ষা এবং আচার-আচরণের নিয়ম সাধারণত পরিবার থেকেই শিখে থাকে। ইসলামকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি না করা অথবা ইসলাম সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা মানবজীবনকে করে তোলে বিপদগ্রস্ত। যা থেকেই সূত্রপাত নানান ধরনের অপকর্মের। যার মধ্যে আমাদের বাংলাদেশের পারিবারিক অপরাধ অন্যতম। পারিবারিক অপরাধ এখন এমন এক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে, যার মূলোৎপাটনের জন্য প্রতিটি মুসলিমের প্রয়োজন, সঠিকভাবে ইসলামকে চর্চা করা এবং এর আইন ও অনুশাসনসমূহ রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় পর্যায় হতে বাস্তবায়নের কঠিন নির্দেশনা প্রদানের ব্যবস্থা করা। এর মাধ্যমে আমরা নিজেরা ভালো থাকতে পারি এবং বাংলাদেশকে আরও সুন্দর ও অপরাধমুক্ত একটি রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের দরবারে উপস্থাপন করতে সক্ষম হতে পারি।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Daūd, Sulaimān Ibn Ash'as.2009. *Al-Sunan.* Damascus: Dār al-Risālah al-Arabiyyah.

Al-Bughā, Mustafā Dīb; Al-Khinn, Mustafā Saīd; Al-Sharbajī, 'Ali. 2010. *Fiqh al-Manhajī 'alā Madhab al-Imām ash-Shāfi'ī.* Damascus: Dār al-Qalam.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muḥammad ibn Ismā'īl.2003. *Al-Jami' As-Sahīh.*Translated by: Translation Board. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh.

Al-Faiyyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad.1987. *Al-Misbah al-Munir.* Beirut: Maktabat Lebanan.

Al-Māwardī, Abū al-Hasan 'Alī ibn Muhammad ibn Habīb.1973. Al-Aḥkām al-Sultāniyya wa al-Wilāyāt al-Dīniyya. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī.

Al-Mawsilī, Imam Abū Ya'la.1404H. *Al-Musnad*. Damascus: Dār al-Ma'mun li-al-Turāth.

Al-Tibrizī, Muhammad. 1405H. *Mishkāt al-Masābīh*. Beirut: Al-Maktabatul Islamī.

Ibn Fāris, *Mu'jam Maqayyis Al-Lughah*, Beirut : Daru'l Fiqr 1998, p. 210

Ibn Manzūr, *Lisanul Arab*, Al-Kahera : Darul Hadith, 1420H., V-2, p.105

Muslim, Abū al-Hussain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qushayrī.1999. *Al-Musnad Al-Sahīh*. Dhaka: Bangladesh Islamic Center.

Al-Hashemi, Muhammad Ali.2011. *Adorsho Muslim.* Dhaka: Kamiab Prokashoni.

Ali, Mohammad and Moniruzzaman, Mohammad and Tareque, Jahangir.2014.*Bangla Academy Bangla –English Dictionary.* Dhaka:Bangla Academy.

Anwari, Muhammad Abdur Rahaman.2003. *Islami Dawater poddhoti o Adhunik Prekkhapot*. Dhaka: BIIT.

Bell, Kenton, ed. 2013. "*crime*." In Open Education Sociology Dictionary.Accessed October 01, 2019.http://bit.ly/2lS1Jwa

Chowdhury, Dr.Anwar Ullah and Hoque, Emdadul andKarim, Ishrat and Rahaman, Habib.2009.*Somazbiggan Shobdokosh.*Dhaka:Ononna.

Hoque, Dr. Muhammad Enamul . 2002.*Baboharik Bangla Ovidhan,* Dhaka: Bangla Academy

Hossain.Muhammad Shahadat. 2017. "Proper use of technology: Islamic perspectives" *Islamic Online Media*. July 02https://i-onlinemedia.net/11595

Hossen, Md.Blayet.2012.*Cellphone o Interneter Opobebohar Rukhte Hobe.*Dhaka.

Islam, Nurul. 2009. *Islamer drishtite poribar o paribarikjibon.*Dhaka:Bangladesh Islamic Center.

Mahmood, Hakeem Mohammad Chughtai Tariq. 2006. *Excellent Example of prophet Muhammad (pbuh) and Modern science.*Translated by: Engineer Sultan Asif. Lahore.

Mesbah, Abu Taher.1990. *Al-Manar*. Dhaka: Mohammadi Library.

Pranjape, Dr. N. V. 2005. *Criminology and Penology*, Allahabad : Central Law Publications.

ASK, Ain o Salish Kendra, *Statistics on HumanRightsnViolationsin Bangladesh.*

Brac.2017. *Human Rights and Legal Aid Services (HRLS) Programme 2017*. January 28,

NHRC-National Human Rights Commission of Bangladesh, *Statistics on Human Rights Violence (Pdf) (Doc)*Jan. 2018, http://bit.ly/325IhMk

Encyclopaedia Britanica. 1999. *Family kinship*. July 26, http://bit.ly/35lsDyJ

Banglapedia. 2014. "*Crime"*. June 3, http://bit.ly/2lKdV2i

Banglatribune. 2019. October09, "Baba k haturi petay hotta : cheler shikaruktimulk jabanbondi". http://bit.ly/2kVMxxM

Manobzamin. 2018. October 05, Porisongkhane bani nirjatoner voyaboho chitro. http://bit.ly/2lmWkNt

BBC Bangla. 2018. September 27, Bangladesher Aine Porokia Ki Fojdari Oporadh. https://bbc.in/2mn4Gor

Bdnews24 Blog, January 27. Daridrota Abong Bangladesh. http://bit.ly/325G2sF

Dhaka Tribune. 2019. February 24, Porokiay Sajar Ain Niye Shunani 5 March. http://bit.ly/2mMjf60

Hamiduzzaman. 2019. Gramer Manush Shohormukhi. *Jugantor*. 2019. July 07, http://bit.ly/2p2ql6L

Jugantor. 2019. September 30, Ciber Oporadher Shikar 68 Shotangsho Nari. http://bit.ly/2n0AHU7

Mamun, Al-Fath. 2019. Bostite Bosobase Sosti Ney. *Jugantor*.2019. August 23, http://bit.ly/2lZPVs2

Khan, Muhammad Abdul Munim. 2014. Poribesh O Jalobayu Poriborton. *Prothom Alo*, June 6. http://bit.ly/2Mmn7Db

Ghoni, Muhammad Usman. 2019. Zakater Uddessho Daridro Bimochon. *Prothom Alo*, May12. http://bit.ly/2mOyb3k

Al-Islam, Tanjim. 2010. Vogantir Komti Ney Paribarik Adalate. *Prothom Alo*. April 25, http://bit.ly/2n2yqHQ

Prothom Alo. 2013. April 2, Dhormio Onuvutite Aghatkarider Shasti Debe Sarkar. http://bit.ly/2mk3l26

Khan, Abdul Munim. 2014. Manusher Kotabatray Shistacharita. *Prothom Alo*. 2014. December 12, http://bit.ly/2osVxMD

Prothom Alo. 2014. July 14, Daridro Bimochoner Name Lutpat. http://bit.ly/2nQt56t

Khan, Muhammad Abdul Munim. 2015. Bangali Muslim Somaje Nobobordho. *Prothom Alo*. 2015. April 10, http://bit.ly/2owfpOJ

Prothom Alo. 2015. November 12, Baba Ma k hottar daye Oishir Fasi. http://bit.ly/2LYg0lp

Malmo, Jabir al-Fath. 2015. Projuktir Opobabhar O Samajik Obokhkhoy. *Prothom Alo*. 2015. September 19, http://bit.ly/2oFTLYp

Ghoni, Muhammad Usman. 2016. Zakat O Sadkar Upokarita. *Prothom Alo*. 2016 .July 1, http://bit.ly/2M6iJcr

Al-Islam, Tanjim. 2016. Moner Oporadh. *Prothom Alo*. 2016. December 28, http://bit.ly/2nTxntY

Khan, Mizanur Rahman. 2017. Vumi Jorip Tribunal a Jhulche Aray Lakh Mamla. *Prothom Alo*. 2017. July 28, http://bit.ly/30Q27tN

Al-Islam, Tanjim. 2017. Sompotti Niye Vai-Boner Birodh. *Prothom Alo*. 2017. September 13, http://bit.ly/32gVhPe

Ghoni, Muhammad Usman. 2018. Songsar a Stirir Odhikar O Somman. *Prothom Alo*. 2018. February 09, http://bit.ly/33gfC7s

Prothom Alo. 2018. March 7, Bangladeshe Ballo Bibah Bereche. http://bit.ly/2mWyAkl

Prothom Alo. 2019. June 17, Bish Mishano Icecrime Khaye Nijer Shishu k Hotta. http://bit.ly/2kOH3F3

Prothom Alo. 2019. June 18, Paribarik Adalote Mamla Prai 60 Hajar. http://bit.ly/2nLOL3O

Prothom Alo. 2019. June 30, Hossain, Mansura. 2019. Ballo Bibaher Shikar Chele Shishurao. http://bit.ly/2ViLANN

Prothom Alo. 2019. May 9, Shamir Porokia Niye Dondo, Strir Lash Uddhar. http://bit.ly/2m0szm3

Prothom Alo. 2019. October 19, Barche Subdori Protijogita. http://bit.ly/2ojyQKB

Prothom Alo. 2019. Septembor 19, Porokiar Karne Stri k Hottay Shamir Amritto Karadondo. http://bit.ly/2mWOds1

Prothom Alo.2017. October 8, 10 Shotangsho Dhonir Hate 38 Shotangsho Ai. http://bit.ly/2AJL1D5

Rahaman, A.B.M. Siddiqur. 2013. *Vishwa Nabi Hajrat Muhammad (Sm) er Jivani*. Dhaka: Mina Book House.

Rtvonline. 2019. June 18, Saradeshe Paribarik Adalote Mamla 59 Hajar. http://bit.ly/2lmc3wl

Rtvonline. 2019. October 09, Valentains Day Udjapon Nished Jesob Deshe. http://bit.ly/2mulGt7

Samakal. 2018. September 10, Dudher Taka Jogate Na Pere Sontan k Lobon Khaiye Hotta. http://bit.ly/2mnNTSp

Tonmoy, Nahid & Parul, Sajida Islam. Somjhotay Shesh Dhorshon Mamla. *Samakal*. 2019. May 18, http://bit.ly/2lcM8aeE

VOA, Voice of America. 2018. Bangladeshe Ballo Bibaher Samassa : Bishesh Riport. June 06, http://bit.ly/2mRad6Q

The Daily Campus. 2019. September 21, Paribarik Birodher Jere Prodhan Shikhokh k Kupie Jokhom. http://bit.ly/2kMAqmN

The Daily Star. 2018. October 07, Internet Babohare Asiay Fifth Bangladesh. http://bit.ly/2nTDqil

Unicef. *Children of the city (*Special report on children)https://uni.cf/2lbaEsz

Wikipedia. 2019. "*Crime*". Septembor 26, http://bit.ly/2OAlrIO

Wikipedia. 2019. July 06, http://bit.ly/2mLv5MR

Wikipedia. 2019. June 25, http://bit.ly/2mKGQn0

Wikipedia. 2018. December 03, http://bit.ly/2kKwu5K

http://www.askbd.org/ask/

BRAC. 2017. Deshe Vumibirodh Sonkranto Jotilota Barche. 27 January. https://www.brac.net.bd/node/476